[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

৪ টার দিকে ভারতের দিল্লী বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানযোগে মতিয়ার রহমানের লাশ আনা হবে ঢাকায়। এরপর সন্ধা ৭টার দিকে বিমানবন্দর থেকে এ্যাম্বুলেন্সযোগে লাশ আনা হবে দর্শনা ইসলাম বাজারস্থ নিজ বাসভবনে।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম জানাযা ও বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তার নিজ গ্রাম ঈশ্বরচন্দ্রপুর স্কুল মাঠে দ্বিতীয় নামাজের জানাযা শেষে বাবা- মায়ের কবরের পাশেই দাফন করা হয় মতিয়ার রহমানের লাশ।

এদিকে দিল্লী থেকে বিমানযোগে বুধবার বাড়ি ফিরেছেন মতিয়ার রহমানের স্ত্রী রোজী রহমান ও ছোট মেয়ে মুন। মতিয়ার রহমানের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব রয়েছে অব্যাহত।

এরই মধ্যে বুধবার দর্শনা রেল বাজারের ব্যাবসায়ীরা দিনভর সকল ধরনের ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে শোক পালন করেছে।

মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের জিপি শাহজাহানের ইন্তেকাল

মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের জিপি,বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট শাহজাহান আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বুধবার দিবাগত রাতে কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন ।

অ্যাডভোকেট শাহজাহান আলীর স্ত্রী এক ছেলে এক মেয়ে সহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রেখে গেছেন।

প্রকৌশলীকে লাঞ্ছিত করা কৃষক লীগ নেতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না সংগঠন

রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে প্রবীণ প্রকৌশলী ম. ইনামুল হককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠলেও ওই কৃষকলীগ নেতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না সংগঠনটি। সংগঠনটির জেলা সম্পাদক বলেছেন, প্রকৌশলীও ভুল করেছেন, কৃষক লীগ নেতাও ভুল করেছেন। প্রকৌশলী যদি জাতীর সামনে ক্ষমা চান, তাহলে কৃষকলীগ নেতাও ক্ষমা চাইবে।

লাঞ্ছিতকারী ওই ব্যক্তি হলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের কৃষক লীগের সভাপতি বানি আমিন। তিনি বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত আফতাব আলীর ছেলে। তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা ছিলো। যা থেকে তিনি অব্যহতি পেয়েছেন।

লাঞ্ছিত করার ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাটি সবার সামনে আসে। গত শনিবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

লাঞ্ছিত হওয়া ওই ব্যক্তি হলেন সর্বজন বিপ্লবী দলের আহ্বায়ক ম. ইনামুল হক। পেশায় তিনি নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থার সাবেক মহাপরিচলক ছিলেন। তিনি জানান, প্রতি শনিবার তিনি দলের পক্ষে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে প্রচারপত্র বিতরণসহ বিভিন্ন পথসভার আয়োজন করেন। ওই দিন আওয়ামী লীগের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে তিনি কোনো কর্মসূচি দেননি।

এ বিষয়ে বানি আমিন এর আগে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন। জাদুঘরের সামনে ওই ব্যক্তি আওয়ামী লীগের সভাপতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিলেন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি এখন লজ্জিত। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গত মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান বলেন, দলীয় সভানেত্রী কটাক্ষ করে কথা বলায় বানি আমিন তা মেনে নিতে না পেরে থাপ্পড় দিয়েছেন। তবে এটা করা তার ঠিক হয়নি। তিনি কথা বলেই তার

প্রতিবাদ করতে পারতেন। আমরা বানি আমিনকে বলেছি, এটা করা ঠিক হয়নি। তবে দলীয় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বলেন, আওয়ামী লীগের সম্মেলনের দিনে বিএনপির মত দল ঢাকাতে কোন কর্মসূচী রাখেনি। কিন্তু ওই প্রকৌশলী সম্মেলনের অদূরে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে উস্কানি দিচ্ছিলেন। এ ঘটনায় বানি আমিন বয়স্ক মানুষকে থাপ্পড় মেরে ভুল করেছেন, ঠিক তেমনি তিনিও ভুল করেছেন। তিনি যদি জাতীর সামনে ক্ষমা চান, তাহলে বানি আমিনও ক্ষমা চাইবে।

দর্শনা পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমানের ইন্তেকাল

দর্শনার বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ও পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ৪ বারের নির্বাচিত মেয়র মতিয়ার রহমান ইন্তেকাল (ইনালিল্লাহি ওয়া ইনা ইলাইহি রাজিউন) করেছেন।

আজ মঙ্গলবার ২৭ ডিসেম্বর ভোর ৫ টার দিকে দিল্লী এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্হায় ইন্তেকাল করেছেন।

গত একমাস আগে স্ত্রীর দেওয়া লিভার নিয়েও বাঁচতে পারলেন না দর্শনা পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমান। মৃত্যুকালে তার বয়স (৫৮) ও ২ কন্যা সন্তানের জনক মেয়র মতিয়ার রহমান। এ দিকে তার মৃত্যুতে দর্শনা সহ গাটা চুয়াডাঙ্গা জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে লিভার ড্যামজ রোগে ভুগছিলেন। দীর্ঘ কয়ক বছর যাবত ভারত এবং বাংলাদশর বিভিন্ন হাসপাতাল চিকিৎসা নিয়েও তিনি কোন সুফল পায়নি। তার লিভারের প্রায় পুরাটাই মৃতপ্রায় কোষ পরিণত হয়ছিল। স্ত্রীর লিভারের ৩০ পাসেন্ট নিয়ে তার লিভারের অংশ বিশেষ ফল প্রতিস্হাপন করা হয়েছিল। একমাস আগে দিল্লির এ্যাপোলো হাসপাতালে। অপারশনের পর হতে তিনি আশংকাজনক ও অচেতন অবস্থায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

দর্শনা পৌরসভার চলতি মেয়রের দায়িত্ব পালন সহ ৪ বারের নির্বাচিত মেয়র এবং তার পিতা মরহুম শামসুল ইসলাম তৎকালীন দর্শনা ইউনিয়ন পরিষদের ৩ বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাব দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গা জেলার ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, জেলা পরিষদর চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুরসহ অনেকেই গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সেইসাথে দর্শনা পৌরসভায় ৩ দিনের শোক বার্তা জানিয়েছে প্যানেল মেয়রসহ কর্মকর্তা – কর্মচারীরা। সেই সাথে দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি টিপু সুলতান ও সাধারন সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা ঘোষনা দেন এবং মাইকিং করে দোকান পাট বন্ধ রাখার আহব্বান জানান। শোকসমাপ্ত পরিবারর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বিভিন্ন মহল।

গাংনীতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানীর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ডাকাতির নাটক সাজিয়ে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে আওয়ামীলীগ যুবলীগের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানীমুলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী ও গ্রামবাসি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার দাবী করা হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসির পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, গাংনীর ১নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মীর আব্দুল হামিদ। লিখিত

বক্তব্যে বলা হয়, গত ২২ নভেম্বর বাঁশবাড়িয়ার দক্ষিণ পাড়ার শরীফ হুজুর চক্রান্ত করে নিজ বাড়িতে ডাকাতীর নাটক সাজিয়ে আওয়ামীলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন।

এর মধ্যে একজন হোটেল ব্যবসায়ী, ছাত্র, প্রবাস ফেরত যুবক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন রয়েছেন। অনেকেই অবস্থান করছেন ঢাকায়।

লিখিত বক্তব্যে আরো জানান, শরীফ হুজুরের বাড়িতে নিয়মিত জামায়াত শিবির ও বিএনপির গোপন বৈঠক চলে। এ ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তিনি এহেন মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন।

এছঅড়াও মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের তদন্ত ও গ্রেপ্তার নিয়েও নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। সেই সাথে মামলাটির পুনঃতদন্তের দাবী জানানো হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীন, গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউনিসলর সামসুদ্দীন, মিজানুর রহমান, স্বেচ্ছা সেবকলীগের ওয়ার্ড সভাপতি আনিছুর রহমান ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি।

বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য রুখতে দামুড়হুদায় ছাত্র লীগের মতবিনিময় সভা

বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য রুখতে দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগ মতবিনিময় সভা করেছে। আজ সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ডাক বাংলা চত্বরে। আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আয়োজনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শাহীন মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম।

এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক উপজেলা ছাত্র লীগ নেতা শেখ হাফিজুর শামসের, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক শেখ হাতেম আলী, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহম্মেদ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজ ছাত্র লীগের যুগ্ন আহ্বায়ক কাজল আহম্মেদ,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানা, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ বিশ্বাস অনিক, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সাবেক নেতা আনারুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা সবুজ, সাকিব, আরেফিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আব্দুল ওদুদ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক এমএ করিম।

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ হাটের মার্কেট উদ্বোধন

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭৬৭ টাকা ব্যায়ে নির্মিত মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ হাটের জেলা পরিষদ মার্কেট ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মার্কেট ভবনের উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি।

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সারা বাংলাদেশের হাট বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ হাটের মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা অনেক সরকারকেই দেখেছেন। বর্তমান সরকারের মত এত উন্নয়ন আর কোন সরকার করেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সারা বাংলাদেশের জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে গেছে। আওয়ামী সরকার মুজিবনগর উপজেলায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছে ।

অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান রবি, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান , উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব।

দর্শনার ফুলবাড়িয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা নজিরের ইন্তেকাল

দামুড়হুদার দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের স্কুলপাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা নজির আহম্মদ
(৭৫) (স্টোক) করে ইন্তেকাল করছেন। গত মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না— রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন রোগেও ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম পৃথক পৃথক শোক প্রকাশ করেছেন।

গতকাল বুধবার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার সময় দামুড়হুদার ফুলবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল মাঠে তাকে গার্ড অফ অনার দেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগম ও সাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবু হোসেন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইএম লুতফুল কবীর এবং চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একদল চৌকস পুলিশ সদস্যরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, এসময় উপস্থিত তার সহযোদ্ধারা তাকে শেষ শ্রদ্ধাজানান, মশিউর রহমান,

ইকলাস, ফজলুর রহমান, মাহাতাব উদ্দীন, এরশাদ আলী, মতিয়ার রহমান, জামান উদ্দীন ও সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, সাবেক চেয়ারম্যান শাহ ইনামুল করিম ইনু, আজ বেলা সাড়ে ১১টার সময় গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফন করে।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর উত্থান , অত:পর…

জামায়াত-বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আলোচিত-সমালোচিত তরুন উদীয়মান রাজনীতিক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু। গেল মঙ্গলবার অনলাইন জুয়ায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার সম্পর্কে বেরিয়ে এসেছে বিচিত্রি সব তথ্য। কেউ বলেছে শিপু দানশীল ও পরপোকারী, কেউ বা বলেছে গরীবের বন্ধু, কারো কারো মুখে অনলাইন জুয়াড়ী, টেণ্ডারবাজ, নিয়োগ বাণিজ্যর হোতা। শিপুর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনেক কিছুই অজানা। অনেকেই বলছে কেই এই শিপু? কিভাবে তার উত্থান এই নিয়ে চলছে নানা আলোচনা আর সমালোচনা। কোটি কোটি টাকার মালিক শিপুর অর্থ সম্পদ হলো কিভাবে? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচের উৎস কি?

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া গ্রামের ফরাজি পাড়ার এক কৃষক পরিবারের সন্তান সাহিদুজ্জামান শিপু। বাল্যকালে ১৯৯৪ সালের ২৯মে সাহিদুজ্জামান শিপুর পিতা আব্দুল কুদ্দুস, দাদা আলতাফ হোসেন মোল্লা ও দুই চাচা চরমপন্থিদের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়। শিশু বয়সে বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোলে বেড়ে ওঠে। শিপুর দাদা জামায়াত ইসলামের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাপ-চাচারা করতেন বিএনপি। শিপুর নানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। পারিবারিক নিরাপত্তার কারনে কারনে শিশু শিপুকে নিয়ে তার মা চলে আসেন গাংনীতে। মামা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মরহুম কামরুজ্জামান বুড়োর